

আরামবাগে এস আই আর ডেটা এন্ট্রি নিয়ে বিতর্ক

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, কেবলমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের এস আই আর এর কাজে নিয়োগ করা হবে। সেই মতো বি এল ও দের নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরামবাগ বিডিও অফিসে দেখা গেল অন্য চিত্র। সেখানে একটি ঘরে এনিউমারেশন ফর্ম নিয়ে ডেটা এন্ট্রি করছেন অস্থায়ী কর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা গেছে, বিডিও অফিসের কোনো অফিসার তাদের এই কাজে নিয়োগ করেছেন। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের বক্তব্য, ‘এটা আইনবিরোধী এবং অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। বিডিও সাহেবের এমন দুটো মাথা নেই যে তিনি প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া কাজ করবেন। এটা বিডিও সাহেবের জ্ঞাতসারে এবং শাসকদলের মদতেই হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ থাকার সত্ত্বেও এই যে বেআইনি কাজ করা হলো তা আমি চিফ ইলেকশন কমিশনার, জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসককে মেইল করে জানিয়েছি। আশা করি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক জানিয়েছেন, ‘বাইরের কেউ ছিলেন না। বিএলওদের ছেলেমেয়েরা হয়তো তাঁদের সঙ্গে আসতে পারে। এখানে কোনো অনিয়ম হয়নি।’ অথচ এখানে কর্মরত এক ছাত্রী আসিফা খাতুনের বক্তব্য, ‘এখানের এক অফিসার আমাদের ডাটা এন্ট্রির জন্য নিয়োগ করেছেন।’

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর কাজে অস্থায়ী কর্মী বা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়োগকে সম্পূর্ণ বেআইনি এবং বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করছে রাজনৈতিক মহল। আবার উল্টোদিকে বি এল ও দের একাংশের বক্তব্য, ‘আমাদের অনেকেই কম্পিউটার ফ্রেন্ডলি নন, সেক্ষেত্রে আমরা যদি দক্ষ কিছু ছেলেমেয়েদের দিয়ে নিজেদের দায়িত্বে কাজ করাই তাহলে অসুবিধার কী আছে?’

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ডেটা এন্ট্রি বিষয়টি খুব জটিল নয়। ট্রেনিং এ নিশ্চয়ই বোঝানো হয়েছে। এরপরেও যারা বোঝেননি বা বুঝতে চাননি তাঁদের অন্যভাবে সাপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেখানে নির্বাচন কমিশনের ঘাটতি

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

কুরচিকর কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে উত্তপ্ত রামমোহনের খানাকুল



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: যেন কু-কথার প্রতিযোগিতা চলছে। একাধিক রাজনৈতিক দল, তাদের উচ্চপর্যায়ের নেতা নেত্রী, সকলেই সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী অথচ নেই তাঁদের বাক সংযম, না আছে পরস্পরের প্রতি বিন্দুমাত্র সৌজন্যবোধ। একজন তারস্বরে চিৎকার করছেন আরেকজন তার চেয়েও তীব্র স্বরে তার উত্তর দিচ্ছেন। জনকল্যাণ কিংবা উন্নয়নের কথা বাদ দিয়ে নির্লজ্জভাবে চলছে চাপান উত্তোর।

ঘটনার সূত্রপাত ৪ নভেম্বর। খানাকুল ১ ব্লকের ঠাকুরানিচক পঞ্চায়েতের মাইনান গ্রামের অরোরা খাল সংস্কারের সময় এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই অঞ্চলের বিজেপি প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতির নির্দেশে তাঁর দলবল বেআইনিভাবে গাছ কেটে পাচার করে দিচ্ছে। স্থানীয় বিধায়কেরও

যোগ আছে এই পাচার চক্রের সঙ্গে। তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া ডিভিশনের বন দপ্তর ও খানাকুলের ব্লক প্রশাসন। হুগলি জেলা পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন বিষয়টি। এতেই ক্ষেপে উঠেছে বিজেপি শিবির। প্রধানের বিরুদ্ধে

“খানাকুল একদিন সারা ভারতবর্ষকে রাজনীতির দীক্ষা দিয়েছিল। কারণ এখানকার ভূমিপুত্র রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন বলে আজ স্বীকার করেন সারা বিশ্বের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সেই খানাকুলে রামমোহনকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিই আসলে তাঁর অপমান।”

বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তাঁর দাবি, ‘চক্রান্ত করে প্রধানকে ফাঁসানো হচ্ছে। সারা খানাকুল থেকে ট্রাক বোঝাই করে গাছ পাচার হয়ে যাচ্ছে, কে খাচ্ছে টাকা?’

প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ কাটা হচ্ছে। বিডিও, পুলিশ কী করছে? জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আসছে, এম পি আসছে। যখন খানাকুলের রামনগর থেকে কয়েততলা পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুদিক সাফাই করে দেওয়া হল তখন তারা কোথায় ছিল?

বিডিও আর তৃণমূলের নেতারা সব ভাগ করে খাচ্ছে। বিডিও চোর, তৃণমূলের দালাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে মা সম্বোধন করেন।’ এদিন ডেপুটিশনের সময় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় বিডিওর চেম্বারে। খানাকুল ১ এর বিডিও অরিন্দম মুখার্জির বক্তব্য, ‘আমি বারবার বলছি, চার পাঁচ জন

বসে আলোচনা করুন। আপনাদের বক্তব্য আমি শুনি, আমার বক্তব্য আপনারা শুনুন। সেইসব কথায় মান্যতা না দিয়ে ২৫ জন লোক নিয়ে উনি আমার চেম্বারে ঢুকে গেলেন। উনি এবং ওনার পাশ থেকে সবাই চিৎকার চোঁচামেচি শুরু করলেন। বিশৃঙ্খলা শুরু হল। আমাকে চোর, মাল, তারকাটা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।’ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সেখ বাবুলাল নামে খানাকুলের এক এডভোকেট মন্তব্য করেছেন, ‘খানাকুলের বিডিও এবং ওসি চাইলে বিধায়কের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা, বেআইনিভাবে প্রবেশ করা, হুমকি দেওয়া, মানুষজনকে নিয়ে হামলার চেষ্টা করা এইসব একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর করতে পারেন।’

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

নদীর বালি তোলা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ সেচদপ্তর ও নবাবের প্রতিনিধিদল পুরশুড়ায়

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: নদী থেকে বেআইনিভাবে যথেষ্ট বালি তোলা হচ্ছে, ফলে নদীর পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা। গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। ঘটনাটি পুরশুড়া ব্লকের ভেঁউটিয়া এলাকার। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল সেচ দপ্তর এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের কাছে। নবাবের প্রতিনিধি দল সেই অনুযায়ী

সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে এলে তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, যথেষ্ট ভাবে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে। নদীর এক পাশ থেকে বালি তোলার ফলে বাঁধ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সরকারিভাবে বলা হয়েছিল, ৮ ফুট বালি কাটা হবে এরা ২০ ফুটেরও বেশি বালি কাটছে। অভিযোগ জানাতে গেলে মারধর করছে। এখনই এর প্রতিকার না হলে এলাকাবাসীরা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন বলেও জানা

গেছে।

সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও নবাবের প্রতিনিধি দল জানিয়েছেন, ‘নদীর মাঝখান দিয়েই বালি কাটা হবে। কোথায় কতটা বালি কাটা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা থাকবে এবং প্রশাসন তার নজরদারি করবে। অন্যথা হলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেখানে যেখানে নদী বাঁধ দুর্বল আছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা জানালে সেচ দপ্তর তার মেরামতের যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আধিকারিকদের আশ্বাসে শান্ত হন এলাকার

মানুষ। বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে নাসিরুল ইসলাম মোল্লার বক্তব্য, ‘এখানে সরকারি নির্দেশ মানা হচ্ছে না। নদীর মাঝখান থেকে বালি না তুলে পুড়শুড়ার দিকে নদীর বাঁধের কাছ থেকে সুবিধামতো বালি তোলা হচ্ছে। এর ফলে নদী বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে চার পাঁচটি ছেলেকে প্রচুর মারধর করেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই। আধিকারিকরা জানিয়েছেন এবার থেকে যথাযথ সরকারি নজরদারি থাকবে।’

প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও জনপ্রিয় অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক



• রাধানগর রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্তনী সংসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: গত মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন রাধানগর রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অমরেন্দ্রনাথ আদক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ সালে,

পুরশুড়া থানার চিলাডাঙ্গি গ্রামে। প্রথম জীবনে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। তারপর খানাকুলের রাধানগরে রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষার প্রসার ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট

অবদানের জন্য টেলিগ্রাফ ফাউন্ডেশন থেকে তাঁকে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ‘হল অফ ফেম- ২০১১’ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

তিনি চিলাডাঙ্গি রবীন্দ্র বিদ্যাবীথি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় সহ এলাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে গড়ে উঠেছিল। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, কালের চালচিত্রে মা সারদা, বিবেক কথা, আরামবাগের কালান্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ ছিল সংস্কৃতি জগত। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচ্ছন্ন বিচরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুধবার সকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত

➤ এরপর ৩ এর পাতায়



বি এল ও মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক কতটা যুক্তিযুক্ত

আশা করা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এস আই আর সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু পর পর বেশ কয়েকজন বুথ লেভেল অফিসারের আত্মহত্যা এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে প্রশ্ন উঠছে রাজ্য জুড়ে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচি নিয়েই। প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্র কি কোনো ভাবে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে?

এস আই আর কর্মসূচি প্রসঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বাকবিতণ্ডা চলছিল প্রথম থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কর্মসূচির নানা অসঙ্গতি দেখিয়ে কমিশনের কাছে আর্জি জানাচ্ছিলেন, আপাতত একে স্থগিত করে দেওয়ার জন্য। ময়নাগুড়িতে শাস্তামুনি গুঁরাও এর আত্মহত্যার পিছনে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের চাপকেই দায়ী করেছেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার শফিকুল মন্ডল, মুর্শিদাবাদ এর নওদার শেরফুল হক এদের অপমৃত্যুর জন্যও এস আই আর-কেই দায়ী করেছেন এদের পরিবারের লোকেরা। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এস আই আর শুষ্কর পরে এ পর্যন্ত ২৮ জনের প্রাণ গেছে। কেউ আত্মহত্যা করেছেন আবার কেউ অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সংবাদ মাধ্যম ও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে বেশ কিছু বক্তব্য, যেখানে অনেকেই এই কাজ থেকে নিকৃতি চাইছেন, অনেকে আবার কান্নাকাটি করছেন অজানা আতঙ্কে।

এস আই আর কর্মসূচিতে কিছু সমস্যা আছে এটা মানতেই হবে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে খুব দ্রুততার সঙ্গে এই কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরো সময় হাতে নিয়ে ধীরেসুস্থে বিষয়টি করা যেত। দ্বিতীয়ত, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্যা, নতুন নিয়োগ না হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে স্কুলের শিক্ষকদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেছে। মিড ডে মিল ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো ক্লাস নেওয়ারই যেখানে চাপের। সেখান থেকে শিক্ষকদের এই কর্মসূচিতে দায়িত্ব দেওয়ায় তারা স্কুলে ক্লাস নিতে পারবে না এবং সে ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বা স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে পড়তে হচ্ছে তাদের এবং সর্বোপরি,শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশ কম্পিউটার ফ্রেন্ডলি নন। তাঁরা পরিষ্কার বলছেন, ‘বাড়ি বাড়ি ফর্ম পৌঁছে দেব, ফর্ম কালেকশন করে আনবো কিন্তু আপলোড করতে পারব না।’ অর্থাৎ তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে, কোনো ভুল করলেই জেল হয়ে যাবে চাকরি চলে যাবে ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন। তাহলে কি সত্যিই এই কর্মসূচি থামিয়ে দেওয়া উচিত? সম্প্রতি আরামবাগ বিডিও অফিসের একটি ঘটনা আমাদেরকে চমকিত করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেখানে কিছু কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের ও কনস্ট্রাক্ট বেসিসে কিছু কর্মীদের নিয়োগ করে এস আই আর এর ডেটা এন্ট্রি করা হচ্ছিল। হয়তো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে সঠিক সময়ে ডিজিটাইজেশন করার জন্য বাইরে থেকে কিছু লোক নিয়োগ করে বিষয়টি সামলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক এই অনিয়ম নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। এটা নিশ্চিত অনিয়ম। কিন্তু একান্তই যেসব বি এল ও ডেটা এন্ট্রি করতে পারছেন না বা বিষয়টিতে তারা অভ্যস্ত নন, তাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের যতটা সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল তাঁরা তা হননি। ফলে জটিলতা বাড়ছে। আমাদের বুঝতে হবে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ হচ্ছে ভোটার তালিকা। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে এই ভোটার তালিকার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয়। তাই সংবিধানের নিয়ম অনুসারেই কিছু সময় অন্তর অন্তর ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিক সব রকম সহযোগিতা করতে দায়বদ্ধ এবং নির্বাচন কমিশন মূলত শিক্ষকদের এই কাজের জন্য যোগ্য মনে করেছেন। সাধারণ তথ্য অনুযায়ী শিক্ষকদের ৭০% ব্যক্তি কম্পিউটার ফ্রেন্ডলি। অক্টোবর মাস থেকে এ বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যদি এই কাজকে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বাকি থাকল যে ৩০% যারা কোনোভাবেই ডাটা এন্ট্রি করতে পারছেন না তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা নির্বাচন কমিশনের। তাহলে এত আত্মহত্যা, শরীর খারাপের ঘটনা কেন ঘটছে?

মনোবিজ্ঞানীদের কথায়, সাধারণ ভাবে বিভিন্ন কারণে আজকাল মানুষ ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে যাচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বর্তমানে ডিপ্রেশনের শিকার। ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন জানাচ্ছে, প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। ভারতবর্ষে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। এর জন্য বিভিন্ন কারণকে দায়ী করা হয়। তবে প্রথমে মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয় মানুষ তারপর আত্মহত্যার কথা ভাবে। এই বিসাদ বা অবসাদ এখন সংক্রামক রোগের মত আট্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মানুষকে, বিশেষ করে যুব সমাজকে। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নানান উপায়ের কথা বলেছেন মনোবিদরা। যাই হোক যেকোনো আতঙ্ক, হতাশা, আত্মবিশ্বাসের অভাব আজকাল সহজেই মানুষকে কাবু করে ফেলে। এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির জন্ম দেয়। সেখান থেকেই আত্মহত্যা বা শরীর খারাপের মতো ঘটনা ঘটে। একশ্রেণীর মানুষ প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন এস আই আর তাদের কাছে একেবারে নতুন বিষয়, বাড়তি চাপ এই চাপ তারা নেবেন না কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে যাবেন। ফলে তারা ট্রেনিং গুলিতে মনোযোগ দেননি, কিছু বুঝতেও চেষ্টা করেননি। এখন চাপ আসতে তারা কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। রাগে ঘুম হচ্ছে না, জোর করে কাজ করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলে চাকরি চলে যাবে, জেল হয়ে যাবে এইসব আতঙ্কে তারা দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। যত সমস্যা তৈরি হচ্ছে এখান থেকেই। তবে সংবাদ মাধ্যম বা সমাজ মাধ্যমে খুব বেশি বেশি মনে হলেও আসলে মোট সংখ্যার নিরিখে এই আত্মহত্যা বা শরীর খারাপের সংখ্যাটি অস্বাভাবিক নয়। এদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং কিছুটা সাপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেই এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘটবে না। বরং রাষ্ট্রের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজেদের গর্বিত মনে করবেন বিএল ও-রা।



বানীকথা

“এই হল এই হবে এই বাসনায় দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোকে প্রতিক্ষণে, দেখে তবু আছি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য হয়।”

—রাজা রামমোহন রায়

বাংলা এখন

খোলা মনে, খোলা চোখে

* লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ banglaekhon25@gmail.com

মোবাইলে টাইপ করে লেখা পাঠাবেন

** শ্রেণিবদ্ধ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা ও যোগাযোগ

Mobile : 9609625987

চিফ রিপোর্টারঃ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় | Mobile : 9123093476

সম্পাদকঃ দেবাশিস শেঠ | Mobile : 9474360036

পত্রিকা অফিসঃ হেলান, হুগলি

জনারণ্যে একা, কথা আছে অনেক, বলব কাকে?

কলকাতার একটি বিখ্যাত মিশনারী স্কুলের এক ক্লাস নাইনের ছেলে একবার গৃহশিক্ষিকাকে বলে বসল, মিস্, আপনি জানেন কি হয়েছে আমাদের স্কুলে? অনেকক্ষণ থেকেই ছাত্রটি অন্যমনস্ক হয়ে উসখুস করছে দেখে শিক্ষিকার মনে হয়েছিল, কিছু একটা ঘটেছে তার, যেটা সে কাউকে বলতে পারছে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলে, জানেন কি হয়েছে? আমাদের গরমের ছুটির পর যেদিন স্কুল খুলল, গিয়ে দেখি ক্লাসের ড্রয়ারে একগাদা ইউজড কণ্ডোম। শিক্ষিকা যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বাকি ঘটনা সব শুনলেন। ছেলেটি ধীরে ধীরে উত্তেজনা প্রশমিত করে মনের মধ্যে জমে থাকা যা যা প্রশ্ন ছিল সব উত্তর পেয়ে খানিকটা নিশ্চিত হ়ল। সব থেকে বড় কথা ওই কিশোরের মনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে একটা পাপবোধ তৈরি হচ্ছিল, না জানি কি একটা অন্যায়ের সাক্ষী হয়েছে ভেবে, তারও নিরসন হল। তারপর থেকে ওই গৃহশিক্ষিকার থেকে সে কিছুই গোপন করত না। বয়ঃসন্ধির নানা জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, অপরাধবোধ, নতুন জেগে- ওঠা যৌনতাবোধ সব কিছুরই বেজ্ঞানিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর পেত। বড় হওয়াটা তার অনেকটা সহজ হয়েছিল। এই পর্যন্ত পড়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ছেলেটি নিজের মা- বাবাকে এ কথা বলতে পারল না কেন? উত্তর হল, চেষ্টা করেছিল প্রথমে নিজের মায়ের কাছেই নিজের সব কথা বলতে। যে কোনও শিশু প্রথম আঁকড়ে ধরে নিজের মাকেই। কিন্তু ভয়ে বলতে পারেনি? যদি মা মারেন? আরেকটি ঘটনা বলি। বছর চোদ্দর একটি মেয়েকে দিনের পর দিন পাড়ারই একটি ছেলে বিরক্ত করত। মেয়েটি কোনওদিন কাউকে বলতে পারেনি। কারণ তাকে বাড়িতে বলা হয়েছিল, আমাদের পরিবারের একটা সম্মান আছে। তোমার জন্যে যেন কোনওদিন সে সম্মান নষ্ট না হয়। মেয়েটি ছেলেটির ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলেও বাড়িতে বলতে পারেনি। জানাজানি অবশ্য হল সবই, মেয়েটি নিজেকে শেষ করে দেবার পর। সব জানার পর মা-বাবা বললেন, এত কিছু কবে হল? জানতাম না তো! মেয়ের দিবারে পর দিন চিন্তিত মুখ, উৎকণ্ঠা কিছুই লক্ষ্য করেননি? উত্তর হল, আমরা ভেবেছিলাম পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, তাই। সুভদ্রার বয়স পঞ্চাশ। স্বামী মস্ত নামী ব্যক্তি। দুই সন্তানও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সবাই খুব ব্যস্ত নিজেদের জগতে, সংসারে সব সময় কাজ থাকে, একে অপরের তখনও একমাত্র কর্মহীন মধ্যবয়স্ক মা। ব্যস্ত একাধিক ফোন কলে। আর একরাশ জমানো কথা নিয়ে একটি মানুষ সকলের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে মানসিক অবসাদে। ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’ এই সদ্য চলে গেল গত ১০ অক্টোবর। সারা পৃথিবী জুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে। বাড়ছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন এন জি ও দের মাঝে মাঝেই নানান সেমিনার, আলোচনা সভা করে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। স্কুলে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবসাদ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন মননশীল সমাজ। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের একাকীত্বের নিদান খুঁজতে পরের পর চলে টিভির অনুষ্ঠান, প্রমোত্তরে মনের কথা। এই ধরনের প্রচেষ্টার উপযোগিতা অবশ্যই আছে। যত দিন যাচ্ছে যত আলোচনা হচ্ছে তার ফলে গ্রাম শহর নির্বিশেষে মানসিক স্বাস্থ্য



ইন্দ্রিা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিল্পী ও মনোবিদ

সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। আগে যে বিষয়গুলিকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হতনা, মানসিক স্থিতিাবস্থা যতক্ষণ না নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেত ততক্ষণ কোনও চিকিৎসার কথাও ভাবা হতনা। সেক্ষেত্রেও আবার অন্য সঙ্কট ছিল। নামের ওপর ‘পাগল’ বিশেষণ বসে ছাপ পড়ে যাওয়ার ভয়। যে কোনও রকমের অসংলগ্নতাই যে ‘পাগলামি’ নয় এটা বুঝে উঠতেই অনেক যুগ কেটে গেছে। এখনও যে সবটাই চলে গেছে তাও নয়। এখনও পরিবারের কারণে মানসিক সামান্যতম



অসুবিধে দেখা দিলে নিজের কাছের মানুষেরাই ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের থেকে লুকিয়ে রাখেন। এমনকি এমনও হয় যে পরিবারের কেউ একজন হয়তো মনে করছেন ওই ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু বাকিদের অসহযোগিতার কারণে চিকিৎসা আর হয়ে ওঠেনা। সমস্যা হাতের বাইরে চলে গেলে অসুস্থ মানুষটির বা দুর্দশা হবার তা তো হয়ই, বাকিদেরও জীবনের গুণগত মান নষ্ট হয়। এ তো গেল বড়সড় অসুখের কথা। কিন্তু তথাকথিত অসুখ ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা আছে, থাকে প্রায় কম বেশি সবারই, সেগুলিও তো অ-সুখই বটে। মনের অ-সুখ তো অসুখেরই পূর্বাভাস। অনেকদিন ধরে বেড়ে চলা মন কেমন, কারণে অকারণে বেড়ে চলা মানসিক চাপ, হতাশা, হারাবার বেদনা, মৃত্যুবেদনা, শারীরিক দীর্ঘ রোগের জন্যে যন্ত্রণাভোগ, নানান সত্য ও অমূলক ভয়, আতঙ্ক সবই তো অ-সুখ। সুখ নেইকো মনে / নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে- এমন শৌখিন মনোকষ্টও এক ধরনের অসুখ। আর এই সব অ-সুখের উৎস সন্ধানে গিয়ে দেখা যায়, আসল সমস্যার কারণ হল, মন খুলে কাউকে কিছু বলতে না পারা। আর এই সমস্যার জন্যে কোনও বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, মনোবিদ, টিভি অনুষ্ঠান কারও প্রয়োজন হয়না। শুধু প্রয়োজন এক লোকের পাশে অন্য লোক, একজনের পাশে একজন সহৃদয়। এমন একটা সম্পর্ক যেখানে পরস্পরের কাছে মন উজাড় করে দেওয়া যায়। এমনটা হলে অনেক অ-সুখই হতনা আমাদের।

যাদের কেউ নেই তাদেরই কি এই অ-সুখ হয়? নাহ। জনারণ্যে একা আজ অনেকেই। ছোটরা বলতে পারেনা মন খুলে সে কি চাইছে বা কি চাইছেনা তার ও নিজের মা বাবাকেও। স্ত্রী বলতে পারেন, না স্বামীকে, স্বামী পারেন না স্ত্রীকে। সংসার কি চলছে না? চলছে নিয়ম মতে। সবই ঘটে যায় ছন্দে। পাশাপাশি কেটে যায় বছরের পর বছর। একে অপরকে কিছু না জেনেই, মনের কথা মনে পুষে রেখেই। বন্ধু হয় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি কিম্বা টিভি কিম্বা স্যোশাল মিডিয়া কিম্বা মোবাইল ফোন। খুব দেখা যায় একটা দৃশ্য। কোনও রেস্তোরাঁয় নৈশ আহারে এসেছেন বাবা-মা ছেলে-মেয়ে কিম্বা প্রেমিক-প্রেমিকা কিম্বা সদ্য বিবাহিত যুগল কিম্বা নানা বয়সের বন্ধুর দল। প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন। সবাই অন্য কারও সঙ্গে বাক্যালাপে ব্যস্ত কিম্বা ফোনে কিছু খেলছেন, কিম্বা মেসেজ করছেন, কিম্বা মিটিং সারছেন। বন্ধুদের আড্ডায়, পার্কের প্রেমে, ঘরোয়া গল্পে, ছোট্ট পরিবারের খাবারের টেবিলেও কথা প্রায় নেই। কথা আছে। খুব কেজো কথা। প্রয়োজনের কথা। ব্যবসার কথা। শাসনের কথা। অনুযোগের কথা। রাগের কথা। লিখে কথা। মুখে কথা। অনেক কথা, অনেক শব্দ প্রতি মুহূর্তে খরচ হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও মানুষের এত একাকীত্ব কেন? আসলে কথায় কোনও বার্তা নেই। কোনও বার্তা পৌঁছেছে না কারও কাছে। ধরুন একটি কিশোর হঠাৎ আত্মহত্যা করল। অথচ তার মা-বাবা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছেলের মনের হদিশ সম্পর্কে। তারা কি কথা বলতেন না? বলতেন। ছেলে ঠিক মত পড়ছে কি না, খায় কি না, স্কুলে যাচ্ছে কি না- কথা এই পর্যন্ত হয়ে থাকে অনেকেরই। কিন্তু ছেলেটি ঘুম না এলে কী ভাবে, কী স্বপ্ন দেখে, কত অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে তার কিশোর মনে সেকথা কোনওদিন শুনেছেন? বরং বিরক্ত হয়েছেন সন্তানের বারবার নানা প্রশ্ন করার অভ্যাসে। চুপ করিয়ে দিয়েছেন ধমকে। সন্তানের প্রতি উৎকণ্ঠা শুধু তার সফল অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে। তার ভিতরের মানুষটিকে দেখার মত সময় বা ধৈর্য কজনের আছে? ঘরের মানুষটিকে ধৈর্য কজনের আছে? ঘরে ঘরে একই অবস্থা বয়োঃজ্যেষ্ঠদেরও। তাদেরও মন খুলে কথা বলার মত মানুষ কাছে পিঠে নেই। ছোটরা আঁকড়ে ধরে স্যোশাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, ভিডিও গেম, কখনও কোনও অন্ধকার কার্যকলাপকে। আর বয়স্করা টিভি, ঘুমের ওষুধ। নিজেদের চারপাশটা দেখলেই বোঝা যায় শুধু বয়স্ক বা ছোট নয়, সব বয়সের মানুষই আজ মনের কথা বলতে না পারার সমস্যায় ভুগছেন। খুব ব্যস্ত, সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষটিও একই পথের পথিক। কথায় যদি বার্তা না থাকে তবে সে কথা অর্থহীন। জীবনের অর্থও বিনষ্ট হয় আদানপ্রদানের অভাবে। বড়সড় নামের অসুখই কেবল মানসিক সমস্যা নয়। চোখে পড়ে না অথচ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয় বহু মনের শুধুমাত্র মনের কথা বলতে না পেরে। কত সম্পর্ক শুধু এই কারণে কাণ্ডজে সম্পর্ক হয়ে রয়ে যায়। কেটে যায় বছরের পর বছর সম্পর্কহীনতায়। সম্পর্কে শৈত্যপ্রবাহ বাড়তে বাড়তে একটা সময় সেটাই অভ্যাস হয়ে যায়। অভ্যাস হয়ে যায় ভার্চুয়াল পৃথিবীর। অভ্যাস হয়ে যায় অনৈতিক কার্যকলাপে। অভ্যাস হয়ে যায় অপরাধে। অভ্যাস হয়ে যায় মন খারাপে। একটানা খারাপ থাকার অ-সুখ ক্রমশ গড়ে তোলে এক নিস্পৃহ সমাজ। ক্ষয় বাড়তে বাড়তেই মহীরহ হয়, যা হয়তো আশেপাশের মানুষ সহ গোটা সমাজকেই আজকের মত খুব বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

জনতার দরবার

হুগলি জেলার খানাকুল ১নং রকের তাঁতিশাল গ্রামসভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর অন্তর্গত তাঁতিশাল ও মাজপুর গ্রামের চাষিরা এই সমবায় সমিতি থেকে আমন ধান চাষ ও আলু চাষের সময় কে.সি.সি লোন নিয়ে চাষাবাস করতে থাকেন। কিন্তু গত আমন ধান চাষ ও বর্তমানে আলুচাষের সময় চাষিরা এই বছর কোনো লোন পাচ্ছে না। কারণ হিসাবে জানতে পারছি যে হুগলি জেলা সমবায় সমিতি থেকে এই বছর কোন লোন পাশ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে চাষিরা গহনা বন্ধক বা বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য হচ্ছেন চাষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। চাষিরা খুবই অসুবিধায় পড়েছেন।

উর্দ্ধতন আধিকারিকদের অনুরোধ এলাকার চাষিদের কথা ভেবে দ্রুত আলুচাষের লোন দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

তপন ঘোষ

তাঁতিশাল, হুগলী

জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের উদ্যোগে আরামবাগে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : আরামবাগ মহকুমায় খানাকুলে প্রথম শুরু হল 'দুয়ারে হাসপাতাল' পরিষেবা। আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল তিনটি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু হবে। এরজন্য তিনটি বিশেষ গাড়ি পাঠিয়েছে রাজ্য। ইসিজি, রক্ত ও চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা বিশেষ ওই গাড়ি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খানাকুল-১ ও ২ ব্লকের জন্য একটি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট পাঠিয়েছে রাজ্য। গোঘাট-১ ও ২ ব্লকে একটি এবং

আরামবাগের জন্য আরও একটি গাড়ি বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্যদপ্তর। তবে পুরশুড়া ব্লকের জন্য আপাতত গাড়ি আসেনি বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। হৃগলির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর বলেন, জেলায় বর্তমানে ১০টি গাড়ি এসেছে। আরামবাগ মহকুমায় তিনটি গাড়ি পাঠানো হয়েছে। পুরশুড়া ব্লকের জন্য গাড়ি এলে পাঠানো হবে। খানাকুল-১ বিএমওএইচ সুশাস্ত মজুমদার বলেন, একটি গাড়ি দুটি ব্লক এলাকার গ্রামে গ্রামে যাবে। সেখানে রোগীদের পরিষেবা দেবে। সোমবার থেকেই খানাকুল-১

ব্লকে প্রথম মোবাইল মেডিকেল ইউনিট কাজ শুরু করেছে। উদয়পুর গ্রামে শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন মঙ্গলবার খানাকুল-২ ব্লকে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট কাজ করে। মোবাইল ভ্যানে একজন চিকিৎসক ও একজন আয়ুর্ষ চিকিৎসক থাকছেন। এছাড়া দক্ষিণ নারায়ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণে আরামবাগ ব্লকের কীর্তিচন্দ্রপুর দিয়ে ক্যাম্প শুরু করা হবে। আরামবাগ পুরসভা এলাকাতেও ওই মেডিকেল মোবাইল গাড়ি ঘুরবে। দপ্তর সূত্রের খবর, সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে শিবির শুরু হবে। দুপুর পর্যন্ত তা চলবে। প্রসুতিদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ওই মোবাইল ভ্যানে। এমনকি, যে কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন রোগীরা। উল্লেখ্য, আরামবাগে রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। প্রতিদিন সেখানে কয়েক হাজার রোগী প্রতিদিন আউটডোরে চিকিৎসার জন্য আসেন। দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হলে মেডিকেলের আউটডোরে চাপ কিছুটা কমতে পারে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে।

তথ্যের অপব্যবহার রুখতে নতুন ‘আধার’ অ্যাপ, থাকবে কেবল ছবি ও কিউআর কোড

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : কার্ডে থাকবে শুধু ছবি ও কিউআর কোড। চলতি মাসেই চালু হয়েছে নতুন ‘আধার’ অ্যাপ। অনেকটা ‘ডিজিভাত্রা’ অ্যাপের ধাঁচে কাজ করবে সেটি। এবার আরও একধাপ এগিয়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার রুখতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। বন্ধ হতে চলেছে ‘অফলাইনে’ আধার যাচাই! শুধু তা-ই নয়, আগামী মাস থেকেই আমূল বদলে যেতে চলেছে আধার কার্ডের নকশাও। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) সূত্রে খবর, নতুন কার্ডে নাগরিকদের নাম, ঠিকানার মতো ব্যক্তিগত তথ্য আর থাকবে না। থাকবে শুধু ওই ব্যক্তির ছবি এবং একটি কিউআর কোড। ওই কিউআর কোডের মধ্যই থাকবে সংশ্লিষ্ট নাগরিকের

যাবতীয় তথ্য। সেটি স্ক্যান করে আধার তথ্যর জন্য প্রয়োজন পড়বে একটি নতুন অ্যাপের। নাম- ‘আধার কিউআর স্ক্যানার’। ইতিমধ্যে গুগল প্লে স্টোর ও আইওএস স্টোরে চলেও এসেছে অ্যাপটি। ফলে অফলাইনে যাচাইয়ের জন্য আধার কার্ডের প্রতিলিপির দরকারই পড়বে না। আর তথ্য হাতিয়ে জালিয়াতির দিনও শেষ হবে বলে আশাবাদী ইউআইডিএআই কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে নতুন অ্যাপে নিরাপত্তার আরও একটি বলয় যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে কিউআর কোডে শেয়ার করা যাচ্ছে আধার কার্ড। তাতে নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি কোন কোন তথ্য জানাবেন, সেটাও বেছে নিতে পারছেন সংশ্লিষ্ট নাগরিক। সম্প্রতি একটি অনলাইন কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিলেন

ইউআইডিএআইয়ের সিইও ভূপেশ কুমার। সেখানেই তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী অফলাইনে পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। তার প্রতিলিপিও জমা রাখা যায় না। কিন্তু হোটেল, ইভেন্ট অর্গানাইজারদের মতো বিভিন্ন সংস্থা অনেক সময়ই অফলাইনে যাচাইয়ের জন্য আধার কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করে। দেখতে গেলে সেক্ষেত্রে আধারের তথ্যের আদতে কোনও নিরাপত্তাই নেই। সেই বিষয়টি ভাবিয়েছে কর্তৃপক্ষকে। কারণ, এই সংগৃহীত নথি থেকেই ঘটে আধারের তথ্য চুরির মতো ঘটনা। বিষয়টি রুখতে আগামী ১ ডিসেম্বর আলোচনায় বসবে আধার কর্তৃপক্ষ। সেখানেই অফলাইনে আধার যাচাই বন্ধ করা এবং নতুন কার্ডের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে।

► ১ম পাতার পর

এরপর আরও উত্তাপ ছড়ালো রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর অশালীন বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। শুরু হলো চাপান উত্তোর। এর প্রতিবাদে রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল হলে রামমোহন মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাদক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় ও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী বলেন, ‘বাংলাকে ছোট করার জন্য, বাংলার মনীষীদের অপমান করার জন্যই উনি সচেতনভাবে এই কথা বলেছেন। এটাই বিজেপির কালচার।’ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘একটা চোর গাছ চুরি করেছে, বিধায়ক বলছে, কেন তার নামে এফ আই আর করা হবে, এই কথা বলে ব্লকের যিনি ১ নম্বর নাগরিক সেই বিডিও সাহেবের সামনে গিয়ে টেবিল চাপড়াচ্ছে চিংকার করছে, অশালীন মন্তব্য করছে, এটাই ওদের কালচার।’ পরের দিন বিজেপির পক্ষ থেকে এই এলাকায় একটি নাটকীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়। তৃণমূলের স্পর্শে অপবিত্র হয়ে যাওয়া মাটিকে পবিত্র করার জন্য পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ ও খানাকুলের বিধায়ক সুশাস্ত ঘোষ সারা এলাকায় গঙ্গাজল ছড়ান। বিমান ঘোষের বক্তব্য, ‘যারা রামমোহন মেলা বন্ধ করে দিয়েছে, রামমোহন স্মৃতিভবন সংস্কার করেনি সেই চোর গুলো এসেছিল এই পবিত্র মাটিতে অপবিত্র করতে। রামমোহন আমাদের হৃদয়ে আছেন। চোরদের কাছ থেকে আমাদের জ্ঞান শিক্ষা নিতে হবে না।’ বিধায়ক সুশাস্ত ঘোষের বক্তব্য, ‘গত দেড় বছর আগে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম, যাতে কামারপুকুর, তারকেশ্বর, রাধানগর, খানাকুল ইত্যাদি নিয়ে তীর্থ পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলা যায়। ওরা

রাজ্যকে মতামত জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু রাজ্য তার কোনো উত্তর দেয়নি কারণ তারা উন্নয়ন চায় না।’ এরপর তৃণমূলের শিক্ষা সংগঠনের মোটরবাইক মিছিল কে কেন্দ্র করে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। বাইক মিছিলে স্লোগান দিতে গিয়ে তৃণমূলের সাংসদ মিতালি বাগ বলে ফেলেন, ‘রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল চলছে চলবে।’ এই বক্তব্যকে নিজের ফেসবুক থেকে ভাইরাল করে দিয়েছেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশাস্ত ঘোষ। বিধায়কের বক্তব্য, ‘রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নোংরা রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। ওরা রামমোহন স্মৃতি মন্দিরে রাজনৈতিক ঝাড়া টাঙিয়েছে, বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি টাঙিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে রামমোহনের প্রতি অবমাননা করেছে। রামমোহন সম্পর্কে সাংসদের এই বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে আমরা বাইক মিছিল করছি।’ এর জবাবের সাংসদ মিতালী বাগ বলেন, ‘বিজেপির কোনো এজেন্ডা নেই তাই এইসব বিষয় নিয়ে তারা ফুটেজ খাওয়ার চেষ্টা করছে।’ এদিন মধ্যপ্রদেশের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে এসে তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক রামেন্দু সিংহ রায় শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সংগঠকদের বলব, প্রতিবাদের আশুনটা ৪২এর আশুনের মতো জ্বালাতে হবে। তবে বিজেপি শিক্ষা পাবে। আন্দোলন আন্দোলনের মতো করতে হবে, যদি রামমোহন রায়কে সম্মান জানাতে চাই, যদি বাংলার প্রতিটি মনীষীকে সম্মান জানাতে চাই তাহলে আমাদের আন্দোলনকে আরো

দৃঢ়ভাবে সংঘটিত করতে হবে।’ তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্টতই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, ‘আমরা এস আই আর এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেও তবু তো এতগুলো মানুষ উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু ওনার নেতৃত্বে মাদার তৃণমূল কী করছে?’ রামমোহনের প্রতি মধ্যপ্রদেশের বিজেপির উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে খানাকুলের মাঠে নেমেছেন বামপন্থীরাও। রাজহাটির মাঠে উপস্থিত হয়ে এসএফআই এর সর্বভারতীয় নেত্রী দিল্লিতা ধর অত্যন্ত ভাব গম্ভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন রামমোহনের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে। কিন্তু তারপর তিনিও সেই অশালীন আক্রমণের পথে এগিয়েছেন। বলেছেন, ‘রামমোহন বেঁচে থাকলে বিজেপি ও তৃণমূল দুজনকেই সপাটে জুতোর বারি মারতেন।’ তাঁর বক্তব্য, ‘এখানে আসার সময় আমাদের গাড়ি যখন যাচ্ছে একটা ইয়া বড় হনুমান আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল। যখন এখানে বসে মিটিং করছি আমরা দেখলাম, ওই রাস্তা দিয়ে অনেকগুলো হনুমান একসাথে হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই ওদের বোধ বুদ্ধি কম, মাথা আকারে ছোট তো!’ প্রসঙ্গত, খানাকুল একদিন সারা ভারতবর্ষকে রাজনীতির দীক্ষা দিয়েছিল। কারণ এখানকার ভূমিপুত্র রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন বলে আজ স্বীকার করেন সারা বিশ্বের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সেই খানাকুলে রামমোহনকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিই আসলে তাঁর অপমান।

ছক এখন - ২৩

চৈতালি দাস
টালিগঞ্জ, কলকাতা

উপরনীচ:
২) বহুভাষী, বাচাল
৩) বালিকা যখন অলংকার
৪) ভর্তসনা
৬) জলবিছুটি
৭) এই গার্ডেনে সবাই শৈশবে বেড়াতে যায়
১০) হিসাবরক্ষক
১১) ছদ্মনামে ফেলু সঙ্গী
১৩) খোঁড়া যখন উল্টে যায়।

পাশাপাশি:
১) আমার দিন ফুরালে - (অনুপম)
৫) মহেঞ্জোদরো যেখানে অবস্থিত
৭) পূর্ব সিকিমের ভ্রমণ স্থান
৮) ধ্বংস, অপচয়
৯) চালের একটি প্রকারভেদ
১০) জোঁক
১২) লতা দিয়ে ঢাকা স্থান
১৩) নখ যে-সমস্ত পশুপাখির অঙ্গ।

যক্ষ্মা নিবারণে রাজ্যের বেহাল দশা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এ রাজ্যের যক্ষ্মা নিবারণে একাধিক সূচকে রীতিমতো বেহাল দশার রিপোর্ট প্রকাশ করল কেন্দ্র। সারা দেশে যক্ষ্মা নিবারণ কর্মসূচির কী অবস্থা, তা নিয়ে সম্প্রতি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। গত ২০২৪ এর ৭ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ৯ নভেম্বর সময়সীমার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে সেই রিপোর্টে। ওই রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, সারা দেশে টিবি হওয়া বা যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকা জনগোষ্ঠী বা ‘ভালনারেবল পপুলেশন’-এর পরীক্ষার

ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে একেবারে শেষদিকে। বাংলায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ এই জনসংখ্যার আওতায় রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশের পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং হয়েছে। পাথর খাদান, বস্তি এলাকা, পরিবারী শ্রমিক মহল্লা, ডায়াবেটিস রোগীসহ আরও অসংখ্য মানুষ এই ভালনারেবল পপুলেশনের মধ্যে পড়ে। তাঁদের মধ্যে কতজনের এক্স-রে পরীক্ষা করানো হয়েছে, সেই হিসেবও ছিল একটি সূচকে।

হুগলিতে এস আই আর নিয়ে টোল ফ্রি নম্বর

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এস আই আর নিয়ে টোল ফ্রি নম্বর চালু হল হুগলিতে। এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর চালু করেছে হুগলি জেলার নির্বাচনী দপ্তর। ফর্ম ফিল-আপ থেকে শুরু করে যা যা তথ্য প্রয়োজন, এই দু’টি নম্বরে যোগাযোগ করলে তার উত্তর মিলবে।

হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হল ৭৯৮০৭৯১৫২৫ এবং টোল ফ্রি নম্বর হল ১৯৫০। এই টোল ফ্রি নম্বর সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চালু থাকবে। এর বাইরেও দেওয়া হয়েছে ই-মেইল আইডি। সেগুলি হল hooghlyelection@gmail.com ও pge2024samadhanhooghly@gmail.com

► ১ম পাতার পর

আছে। এদিকে সন্দেহজনক ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতাও বিএলওদের হাতে। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অ্যাপ মারফত ফর্ম ইনিউমারেশন ডিজিটাইজেশনের কাজ করছেন বিএলওরা। সেখানে এবার একটি বিশেষ অপশন দেওয়া হয়েছে। তার মাধ্যমে বিএলওরা পূরণ করা ইনিউমারেশন ফর্ম ফের যাচাই করতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশোধন তো বটেই, সেইসঙ্গে কোনও ভোটারকে তাঁরা চাইলে ‘আনম্যাপ’ও করে দিতে পারবেন। সোজা কথায়, এই অপশনের মাধ্যমে কোনও ভোটারের পূরণ করা ইনিউমারেশন ফর্ম আপলোড করতে গিয়ে ভুল হয়েছে মনে হলে, বিএলওরা

ডেটা এন্ট্রি নিয়ে বিতর্ক

পুনরায় তা যাচাই করে সংশোধন করার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন। এছাড়াও অ্যাপে সংশ্লিষ্ট ভোটারের ম্যাপিংয়ের (শেষ এসআইআরের বছরের ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম) ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা বাতিল করা বা সংশ্লিষ্ট ভোটারকে আনম্যাপ করার ক্ষমতা থাকছে বিএলওদের হাতে। কমিশনের দাবি, একাধিক ক্ষেত্রেই বিএলওদের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত অভিযোগ এসেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কাজ করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলে তা সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই অ্যাপে। অথচ সেই ভুলের মাশুল হিসেবে শাস্তির মুখে পড়তে হবে বিএলওকেই। এসব অভিযোগ পাওয়ার পরই অ্যাপে এই বিশেষ পরিবর্তন করা হয়েছে।

► ১ম পাতার পর

বিদ্যালয় চিলাডাঙ্গি রবীন্দ্র বিদ্যাবীথি প্রাঙ্গণে কাতারে কাতারে মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। পরবর্তীকালে এখানে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। গত শনিবার রাধানগর রাজা রামমোহন রায়

অমরেন্দ্রনাথ আদক

মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা স্মৃতিচারণা করেন। এরকম একজন সংস্কৃতি মান সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ সারা এলাকা।

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৫০% বিশেষ ছাড়

এবার শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন মাত্র ২৫০/- টাকায়

আপনার প্রিয়জনের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বিশেষ কোনো দিনে তাকে শুভেচ্ছা জানান। নাম, পদবী কিংবা ঠিকানা পরিবর্তন, ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্যের খবর বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিন অনায়াসে।

আমরা কি সত্যিই স্বাধীন! সাধারণ জনগণ এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

পিউপা সাঁতরা

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?” আমরা জানি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর ১৫ আগস্ট তারিখটিতে বলা বাহুল্য ঘটা করেই ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। তবে বর্তমানে একটিপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসছে, "আমরা কি সত্যি স্বাধীন?" বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে। প্রশ্নটি যে খুব ভিত্তিহীন এমনটা না, আর জি কর থেকে শুরু করে দুর্গাপুর কাণ্ডে বিভিন্ন অসং রাজনৈতিক নেতাদের দলীয় চাপ, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তাহীনতা প্রশ্নটিকে প্রতিমুহূর্তে ধারালো থেকে ধারালোতর করছে। মনে রাখতে হবে 'স্বাধীনতা' যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Liberty’. ' Liberty’ শব্দটি ল্যাটিন ‘Liber’ থেকে এসেছে। যার অর্থ Free বা স্বাধীন।অর্থাৎ ইচ্ছেমতো কাজ করাকে স্বাধীনতা বলে। এবার প্রশ্ন জাগে তাহলে কি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার অর্থ যথেষ্টাচার! ঠিক যেভাবে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে সেই যথেষ্টাচার কি স্বাধীনতা বা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করার অধিকার কি স্বাধীনতার নামান্তর?

স্বাধীনতা বলতে অবশ্যই ইচ্ছেমতো কাজ করাকে বোঝায় তবে সেই কাজ যেন অপরের স্বাধীনতা ভোগে বাধা না সৃষ্টি করে। ভারতীয় আইন সেই নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কথা বলে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতীয় সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখিত। যেখানে আছে বাক-স্বাধীনতা,মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, ভারতের যেকোনো স্থানে অবাধে চলাফেরা করার এবং বসবাসের অধিকার, এবং যেকোনো পেশা বা জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা অবশ্যই স্বাধীন। স্বাধীনতার পূর্বে এই সমস্ত অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। দাসত্ব, সতীদাহ প্রথা, লিঙ্গবৈষম্যে, বর্ণভেদে ইত্যাদি নানা কুপ্রথায় প্রাচীন সমাজ ডুবে ছিল স্বাধীনতাহীনতার কালকূট্রিরিতে।

স্বাধীনতার পরও লিঙ্গবৈষম্য পুরোপুরি দূর না হলেও সমাজ কিছুটা সুস্থতার পথে। শিক্ষার সময়সুযোগ স্বাধীনতারই ফসল। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করে অন্য মানুষের স্বাধীনতা হরণ করছে। মানুষ অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তারা অন্য মানুষের যথেষ্টাচারের শিকার। বিশেষ করে নারীরা। কোনও ব্যক্তি ১৮ বছর হলে তার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে মনোনীত করে ভোটদানের সুযোগ পায়।যা তাকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। তাহলে ১৮ বছরের নিচে ব্যক্তির কি পরাধীন! আসলে কোন শিশু সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, ভালো-মন্দ বিচারের সিদ্ধান্ত নিতে না পারার জন্য তারা অভিভাবক দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে তাদের পরাধীন করে রাখা হচ্ছে এমনটা না তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে, ভবিষ্যৎ জীবনে সুনাগরিক করতে সিদ্ধান্ত অভিভাবকরা নিয়ে থাকেন। তবে সেই সিদ্ধান্ত সঠিক না হলে শিশুর ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যদিও প্রত্যেক ১৮ বছরের বেশি ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কেউ কেউ স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ শুরু করে। যার পরিণাম ভোগ করে সাধারণ মানুষ।

আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি ,অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি। ধরনায় বসতে পারি, অনশন করতে পারি যা স্বাধীনতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা যাদের বিরুদ্ধে করি তারা স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করছে, যথেষ্টাচার করছে। অবশ্যই আইন আছে তাদের থামানোর জন্য কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আইন বোবা হয়ে যায়, অন্ধ হয়ে যায়, হয়ে যায় বধির।

এবার আসা যাক নারী স্বাধীনতায়। নারীরা কি সত্যিই স্বাধীন? এখনও চোখ খোলা রাখলে দেখা যাবে পারিপার্শ্বিক এমন কিছু ঘটনা যা দেখলে গা শিউরে উঠে। তখনই মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে নারীদের আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার? এখনও পর্যন্ত মেয়েদের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে প্রচুর অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়, খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে বাড়ির প্রতিটা লোকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। অন্যদিকে পুরুষটি জামাই বলে মেয়ের বাড়ির প্রত্যেকে তাঁকে তোষামোদ করে। এই একচোথো নিয়মকে

মেয়েরা আর মানতে চায় না, যেহেতু শিক্ষায়, সামর্থ্যে কোনও দিক থেকেই তারা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে নেই, তাই তারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চাইছেন না। উলটে নিজের মতো থাকতে পছন্দ করছেন। সব থেকে বড় একটি ব্যাপার হল স্বাধীনতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের পরে মেয়েদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ পড়ে এবং অন্যের মতামতে চলতে হয়। পোশাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে মেয়েদের স্বাধীনতার খর্ব হয় বিয়ের পরে। তাই আজকাল মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের মতে থাকতে চাইছেন একা। কারণ তাদের কাছে পরাধীন সংসারের থেকে স্বাধীন একাকীত্ব অনেক দামি। ইদানীং সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা ধর্ষণ ছাড়াও নানা ধরনের নারী নির্যাতনের খবর দেখতে পাব। সম্প্রতি কয়েকটা উল্লেখ করি। দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণের ঘটনা, এসএসকেএমের শৌচাগারে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা, মহারাষ্ট্রে সাতরার হাসপাতালে হাতে ধর্ষক পুলিশের নাম লিখে এক মহিলা ডাক্তারের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা, এসব কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেউ কেউ ধরাও পড়ছে। বিচার চলছে। সত্যিই কি তাতে স্বস্তি ফিরে আসবে মেয়েদের মনে?

মাটি বা পাথরের দেবীমূর্তিকে আমরা পোশাক পরিয়ে পূজা করছি। আর বাস্তব জগতে দুষ্কৃতীরা মহিলাদের পোশাক খুলে নিয়ে তাদের অপমানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুরুষশাসিত সমাজে মাতৃতান্ত্রিক আরাধনার এ এক মিথ্যাচার! যে মানসিকতা নিয়ে আমরা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা সহ তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করি, সেখানে আমরাই মেয়েদের নানাভাবে নিপীড়ন করি। আজ আমাদের দেশে অনেক দুর্ঘোষন, অনেক দুঃশাসন, অনেক ধৃতরাষ্ট্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের প্রতিহত করার জন্য দরকার নতুন করে জেগে ওঠার। তার থেকেও বড় কথা বিভিন্ন রাজ্যে শাসকদলের অপদার্থতার জন্যই অপরাধীরা রক্ষাকবচ পেয়ে আরও দামাল হয়ে উঠছে। রাজনীতিকরা অপরাধীদের মাথা থেকে হাত তুলে নিলে অপরাধের সংখ্যা কমতে বাধ্য। নারীদের অধিকার তখনই বাস্তবে রূপ পাবে। আর তা নাহলে নারীদের আপন ভাগ্য অন্ধকারে ডুবে যাবে।

দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির বাধা কাটিয়ে এখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল লাইনের মধ্যবর্তী অংশে লাইন সংযোগের কাজ। এই লাইনে তারকেশ্বর থেকে গোঘাট রেল চলাচল শুরু হয়েছে বহু আগেই। ওদিকে বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত লাইনের কাজ সম্পূর্ণ। এখন মাকের জয়রামবাটি থেকে গোঘাট যুক্ত করে দিতে পারলেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। সাধারণ মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ করে তারকেশ্বর ঠুঁয়ে ফেলবে বিষ্ণুপুর কে। এখানে পশ্চিম অমরপুর এবং ভাবাদিঘি এলাকায় জমির জটে এবং দীঘি বাঁচাও আন্দোলনের জেরে দীর্ঘদিন ধরে থমকে গিয়েছিল রেলের অগ্রগতির কাজ। পশ্চিম অমরপুর এলাকায় জমি

সমস্যা, নিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ এবং আন্ডারপাস তৈরির ক্ষেত্রে নানান অভিযোগে স্থানীয় মানুষের বাধায় আটকে ছিল কাজ। এখনো কিছু কিছু অভিযোগ থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা আসছে না বলে জানা গেছে। ভাবাদিঘিতেও প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে দিঘি বাঁচাও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সমাধান সূত্রে আসা গেছে। সব মিলিয়ে এখন সচ্ছন্দ গতিতে চলছে রেল লাইনের কাজ। আর কোন বাধা না থাকায় রেল কর্তৃপক্ষ মনে করছেন খুব দ্রুত কাজ শেষ করা যাবে। আশায় বুক বেঁধেছেন এলাকার মানুষ। এই রেল সংযোগ পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শীত শুরু হলেও দাম কমেনি সবজির, ফলন কম বলছেন চাষিরা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: শীত শুরু হলেও এবারে সবজির দাম কমেনি। চাষিরা বলছেন, ফলন কম। তাই বাজারে শীত মরশুমেও কমছে না সবজির দাম। ফাঁপড়ে পড়েছে গৃহস্থ। কিছুদিন ধরে ঠান্ডা-গরম আবহাওয়া চলছিল। নভেম্বর শেষ হতেই শীতের আমেজ। প্রতি বছর এই সময়টা সবজির দাম কম থাকে। কারণ শীতকালীন বিভিন্ন শাক- সবজি বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। বাঙালি এই সময়টা স্বল্প দামে সবজি কেনার সুযোগ পান। এবারে বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেগুনের কেজি ১০০ টাকা ঠুঁয়েছে। শিম, উচ্ছে প্রভৃতিও ১০০ ঠুঁই ঠুঁই। শীতের সবজির মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা দাম কম ফুলকপি, বাঁধাকপি। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ সবজিকে বিশেষ কাবু

করতে পারেনি। ভালো সাইজের ফুলকপি ২০ টাকার আশপাশে। বাঁধাকপির কেজি ৩৫- ৪০ টাকা। রাজ্য সরকারের খাদ্য সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে জানান, ঠান্ডা হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলেই বেগুন, উচ্ছে, শিম প্রভৃতির ফলন কিছুটা কমেছে। শীত একটু পড়তেই চাষিরা এই সবজিগুলি মাঠে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে এসব সবজির ফুল পরিণত হচ্ছে না। ফলন কমেছে তার জন্য। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বাড়ছে। পাইকারি বাজারে এসব সবজির দাম ৭০-৮০ টাকার আশাপাশে চলে এসেছে। আর একটু শীত পড়লেই এসব সবজির ফলন এবং জোগান বাড়বে। শীত পড়ে গেলেও টম্যাটোর দাম এখনও চড়া।

‘ভারত কা ছোট্টা ইংল্যান্ড’ এক টুকরো ঘন সবুজে মোড়া, মন ছুটে যেতে চায়

বরণ রায়

‘ম্যাকলাস্কিগঞ্জ’ নামটাতেই কেমন যেন একটা বিদেশি বিদেশি গন্ধ, তাই না। হ্যাঁ ঠিক তাই, এককালে আংলো-ইন্ডিয়ান বসতি ছিলো। এইখানে আজও আছে বিদেশ-যোগ। কথিত, ১৯৩৩ এ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ী আর্নেস্ট টিমোথি ম্যাকলাস্কি তার স্বজাতীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে, মহারাজা উদয় প্রতাপ নাথ শাহ দেও-এর কাছ থেকে কিনে নেন প্রায় ১০ হাজার একর জমি। আর সেখানেই গড়ে ওঠে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের হোমল্যান্ড। গঠিত হয় ‘কলোনাইজেশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’। তারাই ওই জমি বন্টন করে। তারপর ধীরে ধীরে আনুমানিক ৪০০ জন সাহেবের বাংলা, আর ‘সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের’ স্মারক হিসেবে বিশাল বটগাছকে আশ্রয় করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মন্দির-মসজিদ-গুরদ্বারা। এছাড়া রয়েছে ১৯৪০ সালে ব্রিটিশদের তৈরি একটি চার্চ, আর উঁচু-পাহাড়ের মাঝে রয়েছে আদিবাসীদের কবরস্থান। এভাবেই গড়ে উঠেছিলো ম্যাকলাস্কিগঞ্জ বা ‘ভারত কা ছোট্টা ইংল্যান্ড’। ঝাড়খন্ড সরকার এই নামেই ডাকতো এই অঞ্চলটিকে। শহরের আনাচেকানাচে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরনো প্রাসাদ, ইমারত, চার্চ সহ ব্রিটিশ আমলের বহু স্মৃতিচিহ্ন। যা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। আর শীতের দিনগুলোতে এখানে এলেই



মনটা উড়ুউড়ু করে ওঠে, তাই গিয়েছিলাম ম্যাকলাস্কিগঞ্জে। উল্লেখ করতেই হয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর প্রিয় সেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। ছোট্টনাগপুর মালভূমিতে একটুকরো ঘন সবুজে মোড়া ভূখন্ড, যেখানে নির্জনতার মাঝে বিশুদ্ধ টাটকা বাতাস আর ঘিরে ধরা একরাশ নস্টালজিয়া। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে মূলত কঙ্কনা সেন শর্মা পরিচালিত ‘এ ডেথ ইন দ্য গুঞ্জ’, এছাড়া মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনীত ‘দেবী ৯’ চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের কারণেও জায়গাটি খ্যাতিলাভ করে। আমি বরাবরের প্রকৃতিপ্রেমী তাই... শাল, সেগুন, মহুয়ায় ঘেরা অরণ্যের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারিনি। পড়শি রাজ্যের এখানে শীতকালে ঠাণ্ডা পড়ে ভালোই, তাপমাত্রা নামে ৩-৪ ডিগ্রীতে, কখনো



আরোও নিচে নামে তাপমাত্রা। তাই ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করলে ভালো শীতবস্ত্র নিয়ে যাওয়া অবশ্যই জরুরি। এককালে বাঙালীদের হাওয়া বদলের জায়গা ছিলো এটি। মাঝে যদিও মাওবাদী ও নকশালদের দৌরাচ্যেয় কারণে কিছুটা ভাটা পড়েছিলো ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে, বর্তমানে অবশ্য সেই চিন্তা নেই। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ স্টেশনে নেমে লাল কাঁকড়ার রাস্তা আর সবুজে ছাওয়া প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মন যেন হারিয়ে যায়। আমাদের বুকিং করা ছিলো একমাত্র অ্যান্ডলো ইন্ডিয়ান ববি গর্ডনের গেস্ট হাউজ। গাড়ি ওরাই পাঠিয়ে দিয়েছিলো। সুন্দর ফুল গাছের বাগানের মধ্যে দিয়ে সাজানো ড্রাইং রুমে গিয়ে মন ভরে গেলো। সঙ্গী ববির মুখেই শুনলাম

নানান সিনেমার শুটিং-ও নাকি ওই বাড়িতে হয়েছিলো। দেওয়ালের টাঙানো ছবি তার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান। ববি স্বাগত জানালো গরম কফি আর কুকিজ দিয়ে, ঠাণ্ডায় সে এক পরম প্রাপ্তি। এরপরে ব্যাগপত্তর নিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়েই পাশের দ্বিতল গেস্ট হাউসে গিয়ে ফ্রেস হয়ে নিলাম। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো আমার মন কেড়ে নিলো, তাই চায়ের দোকানে বসে ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটলাম। এভাবেই শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে গেলাম বুনবুনিয়া বরনা দেখতে। এছাড়া রাস্তার পাশেই মনোরম মহল্লি পার্ক, অপূর্ব চট্টি নদীর দৃশ্য, রেলসেতু, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ

স্টেশন, নজর মিনার, ডুগাডুগি নদীর বাহারি রূপ মনটাকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। এছাড়া দেখলাম সুন্দর কাস্তি ফলস। আর দেখে এলাম বিখ্যাত বক্সি বাংলা, যেখানে শুটিং হয়েছিল কঙ্কনা সেনশর্মার ছবি ‘দ্য ডেথ ইন দ্য গুঞ্জ’-র। এর কাছেই দুগ্লি গ্রামে আছে শতাব্দী প্রাচীন সর্বধর্মস্থল সীতাকুণ্ড। যেখানে সর্ব ধর্মের মানুষের সমন্বয় সাধন করেছে। ফেরার পথে দেখলাম বুদ্ধদেব গুহ, অপর্ণা সেনদের বাংলা। যদিও এখন সেগুলির মালিকানা বদল হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব গুহর একটু উষ্ণতার জন্য উপন্যাসে রয়েছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের উল্লেখ। যা ভোলার নয়। পথে দেখা হল মহুয়া সংগ্রহকারী এক গ্রামের দম্পতির সঙ্গে। মহুয়া ফলের রসের মাধুরী ও মাতাল গন্ধে গোটা এলাকা যেন ম-ম করছে। এর সাক্ষী থাকতে ফটো তুললাম তাদের ধামা ভরা মহুয়া নিয়ে, এ এক আলাদা অনুভূতি। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঠাণ্ডা আর ক্রমশ অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ফিরলো গেস্ট হাউসে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো সবুজ বনানীর মাঝে। কানে ভেসে এলো টিয়া, ময়না, বুলবুলি, ফিঙে, দোয়েলের কলরব। তখনও ভুলতে পারছি না কাস্তি ফলস, কাস্তি নদি, ডন বস্কো স্কুল, সিজিএম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আর পুরানো কিছু পরিত্যক্ত বাড়ি। সেইসব বাড়ির নিঃশব্দে আমন্ত্রণ জানায় তাদের অলিন্দে ঘুরে বেড়াতে, তাদের ইতিহাস জানতে।